অনাম্নী স্বাক্ষরের ক্ষেদোক্তি
<u>একুশে ফেব্রুয়ারির মিনতি</u>

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গা একুশে ফেব্রুয়ারী
বাংলা মায়ের সন্তান হয়ে, তা আমি কখনও ভুলতে পারি?

এই অনুভূতি আমাকে আপনাদের কাছে কিছু প্রশ্ন রাখার সাহস জুগিয়ে দিল।

তাহলে বলি? কোথা থেকে শুরু করব? কোথায় শেষ করব? জানিনা...

কলকাতার বাঙ্গালী বাবা মায়েরা আজ বহুকাল হল তাঁদের সন্তানেরা বাঙ্গলা বলতে না পারলে বা আধ আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গলা বললে কেমন যেন গর্ব অনুভব করেন! "আমার মেয়ে বাংলা পড়তে পারেনা কারণ ওতো থ্রু-এন-থ্রু লরেটোতে পড়েছে কিন্তু ও ঐ সেই নজরুলগীতিটা কি ভাল যে গায়..." এই রকম পুলটিশের আস্তরণের নিচে যে কত বাঙ্গালী মায়েরা অশিক্ষার যৌবন ধরে রেখেছেন তা নব্য কিটী পার্টি কালচারের অনুষ্ঠানের দেওয়ালে কান পাতলেই জানা যাবে। কিম্বা সপ্তাহান্তে সোমরসে জারিয়ে নিতে নিতে কত নির্বোধ পিতার দুর্বোধ উক্তি শোনা যায় কোনও বন্ধুর উদ্দেশ্যে - 'আমার সানি তো হ্যারি পটার প্রায় মুখস্থ বলতে পারে প্রায় সব কটাই কিন্তু ও যখন বাংলা বলে তখন আমরা খুব এনজয় করি - ডনবস্কোতে পড়ে সেই প্লে স্কুলের পর থেকেই..." - এর থেকে খারাপ বা বড় অবক্ষয়ের নিদর্শন আর কোথাও পাওয়া যাবে কি!

পুরুলিয়া বা বাঁকুড়া বা মেদিনিপুরের ভাষাকে বাংলা বলে মেনে নিতে দক্ষিণবঙ্গের অনেকের আপত্তি এবং তা প্রকাশিত না হলেও অনুভূত ও সর্বজনবিদীত! নবজাগরণ ঘটেছে বাঙ্গালীর - তারা আজকাল বাংলায় শুধু বাস করেন আর কথা বলেন খিচুড়ি ভাষায় - স্বপ্ন দেখেন ইংরেজীতে - সংস্কৃতি চর্চা করেন বলিউড বা হলিউডের প্রবাহে। আর নিজেকে কসমোপলিটন হিসেবে পরিচিত করার সে কি অদম্য বাসনা - কামনাও বলতে পারেন! হায়রে বাঙ্গালী মা ও তাঁর অভাগা সন্তানের দল!

উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে আজ বহুকাল হল নেপালী মূখ্য ভাষা! সেখানে রাজনৈতিক সহাবস্থান অনেক বেশী মূল্যবান ভাষার মূল্যের থেকে।

পূর্ব্ববঙ্গে ঢুকব কিনা ভাবছি। ঢাকার পথে বাঙ্গলা ভাষা তো শোনা যায় কিন্তু চলন বলনে বাংলা কোথায় - এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই কি ভাষা আন্দোলনের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল! আজকাল ঢাকার বাঙ্গালীরা ছেলে মেয়েরা বাংলা ইন্টারনেট সাইটে চ্যাট করেন আমেরিক্যান ইংলিশে - হেই না অইলে আমগ মাতৃভাষা - কি কও মিয়াঁ!

আমেরিকায় দশ লক্ষ বাঙ্গালী আছেন শুনেছি। তাদের প্রথম প্রজন্মও আজ (আ)ম্যারিকান বাংলা বলেন আর তাদের সন্তানেরা? তারা বর্ণপরিচয় এর নামও শোনেনি। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের নাম যেন কোনও দূরের গ্রহের বাসিন্দার নাম! হায়রে বাঙ্গালী!

পৃথিবীতে এর থেকে নির্লজ্জ আর কোনও জাত আছে নাকি যারা নিজের ভাষায় কোনও পত্রিকা পড়ার আগে দেখে নেয় চার পাশে কোনও স্বজাতি আছেন নাকি! শঙ্করের - মানে মনিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের লেখায় পড়েছি সেই সত্তরের দশকে - আমেরিকার কোনও বিমানবন্দরের লাউঞ্জে এক রাত কাটাবার পর তার সহযাত্রীনি যে বাঙ্গালী এটা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন - তাও কি ভাবে? কারণ তাঁর সহঅপেক্ষিতা যাত্রীনীর এক অরক্ষনীয়া কন্যার বিবাহার্থে তিনি বাঙ্গলায় ফিরেছিলেন। অবশ্য এর মাঝে মাঝেই চিউইংগাম চিবোনো ইংরেজী এসেছিল সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে। কি করবেন তিনি? আমেরিকায় থাকেন কি না!

আমাদের কি কোনও চেতনা হবে? না বোধ হয়। এই মুম্বাই শহরে কত বাঙ্গালী আছেন? কেউ জানেন? এঁরা দুর্গা পুজা করেন - উত্তেজনার ফষ্টিনষ্টি করার জন্য। হ্যাঁ বাংলা গান গাইয়েরা আসেন কলকাতা থেকে - ব্যান্ডের গান শোনাতে - সেই গান কেন আমি পারিনা শোনাতে? কেন এত লজ্জা হয় সেই সব সাংস্কৃতিক মাফিয়াদের বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতে? কেন জানেন? এরা অনেকেই বাংলা বলতে বা পড়তে পারেনা - তারা বলে যে তাদের মা বাবা শেখাননি। বাহ! বাহ রে বাঙ্গালী -

একবার দক্ষিণের তুলু ভাষীদের কাছ থেকে শিখে আসুন কি করে মাতৃভাষাকে সন্মান করে ভাল বেসে বাঁচিয়ে রাখতে হয় কিম্বা তামিলভাষীদের কাছে গিয়ে জানুন কেন তারা তামিলেই কথা বলে বা এই মুম্বাই শহরে কি সহজ ভাবে সবাই মারাঠী ভাষায় কথা বলেন। তাদের কোনও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আছে কি? তাদের রক্ষণশীল বলে বাংগালী পিছনের দরজা দিয়ে পালায় আর পালাতে গিয়ে নিজের বিবেকের চৌকাঠে ক্রমহ্রাস্যমান ভাবে হোঁচট খায়। তামিল, তুলু বা মারাঠীদের বা এই নির্লজ্জ বাংগালীদের কিন্তু তা নিয়ে কোনও রাখঢাক গুড়গুড় নেই। যা হচ্ছে ভালই হচ্ছে - তাই না?

কিন্তু আমাদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আছে - আছে কত প্রাণ দেবার যন্ত্রণা - কত মায়ের বুক খালি করা দুঃখের কাহিনী - কিন্তু সেসব তো একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করার জন্য - আর কি কোনও প্রয়োজন আছে এই লেখা এগিয়ে নিয়ে যাবার?

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি নামহীন এই ভাষা আজ নীরব হল এই কলমে। এখানেই...

অনাম্নী স্বাক্ষর
একুশে ফেব্রুয়ারি ২০০৮